শবর - মাতা মহাশ্বেতা

প্রশান্ত রক্ষিত

১৯৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া-শবর কল্যাণ সমিতি গঠিত হয়েছিল। গোপীবল্লভ সিং-দেও এই খেড়িয়া-শবর কল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৮৩ সালে মহাশ্বেতা দেবী খেড়িয়া শবরদের নিয়ে কাজ করতে পুরুলিয়া আসেন। সেই সময় থেকে আমিও খেড়িয়া-শবর কল্যাণ সমিতির সঙ্গে যুক্ত হই।

মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে গোপীবল্লভ সিং-দেও-এর পরিচয়ের অনুঘটক ছিলেন তৎকালীন পুরুলিয়া কলেজের অধ্যক্ষ সুবোধ বসু রায়। তিনিও সাহিত্যিক আর 'ছত্রাক' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। দু'জনে একসঙ্গে শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করেছেন। সুবোধবাবুর আহ্বানেই মহাশ্বেতা দেবী পুরুলিয়ায় আসেন খেড়িয়া-শবরদের নিয়ে কাজ করার জন্য।

গোপীবল্লভ সিং-দেও ও আমি দুজনেই পুরুলিয়া কলেজের ছাত্র। গোপীবল্লভ যে আগে থেকেই শবরদের নিয়ে কাজ করেছেন এটা সুবোধবাবু জানতেন। মহাশ্বেতা দেবী এর আগেও আদিবাসীদের নিয়ে কাজ করেছেন। লোধা - শবরদের নিয়ে কাজ করেছেন, ডালটনগঞ্জে (অধুনা ঝাড়খণ্ডে) বধূয়া মজদুরদের নিয়ে কাজ করেছেন। এই কারণেই সুবোধবাবু মহাশ্বেতা দেবীকে পুরুলিয়ায় ডেকেছিলেন।

আমার জন্ম ও শিক্ষা পুরুলিয়া শহরে। ছাত্রাবস্থা থেকেই আমি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে সাইকেলে গ্রামে গ্রামে ঘুরতাম। তখনই আমার গ্রামের সঙ্গে পরিচয়। এছাড়া আমার ভিতর একটা বেদনা ছিল। পরবর্তীকালে সেটা আমি বুঝতে পারি। আসলে আমরা জমিদার পরিবার। গ্রামে আমাদের একটা বাড়ি ছিল। বুঝেছিলাম গরীব মানুষদের পয়সাতেই এই বাড়িটা হয়েচে। এজন্য মনে একটা অপরাধবোধ ছিল। পরে আমি যে দপ্তরে চাকরি করতাম, তাদের কাজও ছিল গ্রামে গ্রামে।

গ্রামে ঘোরার ফলে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা একটা বিভীষিকার মতো। খেড়িয়াসবরদের দেখে আমার মনে হত আমাদের কি এই রকম ভালো প্যান্ট-জামা পরার অধিকার আছে? খেড়িয়া-শবররা এত দরিদ্র যে, শীতকালে যখন আমরা গলায় পর্যন্ত সোয়েটার পরে আছি, ওরা দেখছি খালি গায়ে আছে।

মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৮৩ সালে। সেই সময় আমি ভারত সরকারের B.I.T.M.-এ পুরুলিয়া Wing -এ চাকরি করতাম। কিন্তু এই চাকরির সঙ্গে আমার পড়াশোনার বিষয়বস্তু কোনো মিল ছিল না। আমি বি. কম. পাশ করার পর N.I.T. Hyderabad থেকে Rural Development নিয়ে পড়াশোনা করেছিলাম। সেই সময় ভারত সরকারের এই সংস্থা পুরুলিয়ায় তৃণমূল স্তরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা প্রসারের কাজ করেছিল। পরে তারা নানা কারণে এই কাজ বন্ধ করে দেয়। সেই সময় আমি একটি আদিবাসী গ্রামে ম্যালেরিয়া রোগ বিষয়ে একটি প্রদর্শনী নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে মহাশ্বেতা দেবী এসেছিলেন। সেই প্রদর্শনীতে আমি আদিবাসীদের ভাষাতেই ওদের মত করে কিভাবে ম্যালেরিয়া ও ডায়ারিয়া রোগের Pre-caution নিতে হয় আর কিভাবে এই দুই রোগ প্রতিরোধ করতে হয় সেটা বোঝাচ্ছিলাম। মহাশ্বেতা দেবী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। আমার বলাটা ওর ভালো লাগে। উনি বললেন— তুমিও আমাদের কাজে ভিড়ে যাও।

মহাশ্বেতা দেবী একজন বিখ্যাত লেখিকা। তাছাড়া তিনি আদিবাসীদের সঙ্গে থাকেন, তাদের সঙ্গে মেশেন। এই কারণে ওঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার একটা আকাঙ্খা আমার ছিল। সেই সময় খেড়িয়া-শবরদের সংগঠন গড়ার কাজটা চলছিল। মহাশ্বেতা দেবীও এই কাজে পুরুলিয়ায় এসেছিলেন। এরপর আমি মহাশ্বেতা দেবীর ডাকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে খেড়িয়া-শবর কল্যাণ সমিতির কাজে যোগ দিই।

পুরুলিয়া শহরে আমার শ্বশুরমশাইয়ের প্রেস ছিল। গোপীবল্লভ সিং-দেও নানা কাজে সেখানে আসতেন। ফলে গোপীবল্লভ সিং-দেও-এর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। প্রথম দিকে উনি আমাকে বলতেন— তুমি কি পারবে গ্রামে গিয়ে এদের সঙ্গে কাজ করতে? ফলে আমি একদম শিক্ষানবিশের মত ওদের সঙ্গে থেকেছি। একটা ঘটনা আমাকে প্রচণ্ড রিঅ্যাক্ট করেছিল। এক বৈঠকে প্রায় দু-আড়াইশো শবর ছিল। দেখলাম গোপীদা প্রত্যেকের নাম ধরে কথা বলছেন। মিটিঙের পর আমি জানতে চেয়েছিলাম কীভবে এতজনের নাম মনে রাখা সম্ভব? গোপীদা বলেছিলেন— তুমি ঢুকে যাও, তুমিও পারবে। এখন দেখছি সেদিন গোপীদা ঠিক কথাই বলেছিলেন সত্যি কথা, এখন আমি দশ-বারো হাজার লোকের নাম জানি, গ্রাম জানি। আসলে কাজ করতে গেলে যা হয় আর কি, ত্রিশ বছর ধরে একই জায়গায় কাজ করতে করতে এটা হয়ে গেছে।

আমি ঢোকার আগে কাজের পরিধি ছিল কম। খেড়িয়া-শবরদের উপর যে অত্যাচার হত গোপীদা সেটা লিখে মহাশ্বেতা দেবীকে জানাতেন। মহাশ্বেতা দেবী আবার সেটা পত্রাকারে নানা পত্র - পত্রিকায় লিখতেন। ১৯৬৮ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত খেড়িয়া-শবর কল্যাণ সমিতির সংগঠন তৈরির কাজটা চলছিল। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় খেড়িয়া-সবরদের উপর অত্যাচারে প্রতিবাদ করতেন গোপীদা। তখন গোপীদা একা এই কাজটা করতেন বলে তাঁকে নানা অসুবিধার মুখোমুখি হতে হচ্ছিল। শবরদের উপর অত্যাচার কিন্তু তখনও কমানো যায়নি। এই অত্যাচার কমাতে অনেক সময় প্রায় চল্লিশ বছর লেগেছে। পুলিশ আর সাধারণ মানুষের মানসিকতাটাই তখনও পর্যন্ত পাল্টানো যায়নি। সাধারণ মানুষও শবরদের বুঝত না। ওদের প্রয়োজনটা এতই কম ছিল যে, লোকেরা ভাবত— এই মানুষগুলোর চলছে

কি করে? ওদের মানুষ বলেই মনে করত না। ফলে ওদের সম্পর্কে একটা সন্দেহ ছিল। পরে ওদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে দেখলাম, এখনও দেখছি— ওদের চাহিদা খুবই কম। সামান্য একটা একবেলা খাওয়া— সেটাও ওদের জোটে না সব সময়।

১৯৬৮ সালের ৭ জানুয়ারি খেড়িয়া-শবর কল্যাণ সমিতি গঠিত হয়েছিল। গোপীবল্লভ সিং-দেও আর আটজন শবর ছিলেন এই সমিতির founder। মহাশ্বেতা দেবী পুরুলিয়ায় এসে যেটা করলেন— ১৯৮৩ সালে পুরুলিয়ার ১নং ব্লকের মালডি গ্রামে প্রথম একটি শবর মেলা হল। চারিদিকের গ্রামের শবরদের সেই মেলায় আসার জন্য ডাক দেওয়া হয়েছিল। মেদিনীপুর থেকে লোধা-শবররাও এসেছিল। চুনি কোটালও এসেছিল। সেই মেলায় শবরদের একটি কমিটি গঠিত হয়। ঠিক হয়, কমিটিতে কেবল শবররাই থাকবে। মহাশ্বেতা দেবী Working President আর Founder হলেন গোপীদা আর শবররা। স্বাধীনতা সংগ্রামী লোচু শবর সেই সময় থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত কমিটির সভাপতি (President) ছিলেন। কিছুদিন আগে তিনি মারা গেছেন। বর্তমানে জলধর শবর কমিটির সম্পাদক (Secretary)। গোপীদার সঙ্গে যে আটজন শবর founder ছিলেন, তারাও সেই মেলায় ছিলেন।

সেই মেলায় মিটিঙে মহাশ্বেতা দেবী শবরদের কাছে কয়েকটি বিষয়ে আবেদন জানান। তিনি শবরদের সংগঠিত হতে বলেন। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ে সচেতন হওয়ার কথা বলেন। বলেন— Health Center -এ যাও, বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাও। শবরদের মধ্যে মদের নেশাটা খুব বেশি মাত্রায় ছিল। সেটা বন্ধ করার জন্য তিনি আবেদন করেন। বলেন, পুলিশ যে শবরদের সন্দেহ করে, রাস্তাঘাটে ধর-পাকড় করে, মেরে দেয়— সেটাও ওই মদ খাওয়ার জন্য। পুলিশ ও প্রশাসন তখন মহাশ্বেতা দেবীকেও সন্দেহের চোখে দেখত। মেলায় সেই মিটিঙেব সময়ও চারিধারে পুলিশ ও সি আই ডি-র লোকেরা ছিল। মহাশ্বেতা দেবী ওদের উদ্দেশ্য দূরে থাকার দরকার নেই। আপনারাও এসে বসুন। আমরা কি গল্প করছি শুনুন।

আসলে এই শবর মেলা হল সমিতির বাৎসরিক সাধারণ সভা (Annual General Meeting), প্রতিবছর নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের শনি ও রবিবার অনুষ্ঠিত হয়। দিনের বেলা শবরদের কোথায় কি অভাব - অভিযোগ, কী প্রয়োজন— সেইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। রাত্রিবেলা সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শবররা ভূমিহীন। ওদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়ার জন্যই শবরদের এই সংগঠনটা তৈরি হয়েছিল। আগে ওরা গোপীদার কাছে অভিযোগ করত। শবররা আগে সংঘবদ্ধ ছিল না বলে ওদের উপর জোর-জুলুম, সন্ত্রাস চালানো যেত, যখন - তখন পুলিশ ওদের তুলে নিয়ে যেত। গোপীদা বলতেন— তোমরা সংঘবদ্ধ নও বলেই উচ্ছেদ হচ্ছ। তোমরা যদি একজোট হও তাহলে কেউ আর তোমাদের তুলতে পারবে না।

মেদিনীপুরের লোধা-শবর আর পুরুলিয়ার খেড়িয়া-শবররা প্রায় একই। তবে টোটেম টাইটেলের দিক থেকে কিছু পার্থক্য আছে। পুরুলিয়া জেলার সকলের টাইটেলই শবর। কিন্তু পশ্চিম মেদিনীপুরে যে সমস্ত লোধা-শবর বাস করে তাদের শবর, কোটাল, দণ্ডপাট, মণ্ডল ইত্যাদি প্রায় আঠারো-ঊনিশটা টাইটেল আছে। লোধা-শবর আর খেড়িয়া শবরদের মধ্যে বিবাহ কিংবা অন্য কোন বিষয়ে আদান-প্রদান নেই। অথচ এদের উভয়েরই দেবতা জগন্নাথ। এর তো ইতিহাস আছে।

খেড়িয়া-শবররা পুরুলিয়ার আটটি ব্লকে বাস করে— পুরুলিয়া ১নং ব্লক, পুঞ্চু ঘুড়া, মানবাজার ১নং ও ২নং ব্লক, বলরামপুর, বরাবাজার আর বান্দোয়ান। আমরা প্রতিবছরই শবরদের জনসংখ্যা ভিত্তিক Household Survey করি। সাতানব্বইটি প্রশ্ন নিয়ে প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসে এই Survey চালানো হয়। আমরা এটাকে শবরদের বারমাস্যা বলি। এখন শবরদের ২৭৭০টি পরিবার ১২৭৭৬ জন শহর পুরুলিয়ায় বাস করেন। পেশাগতভাবে শবররা আগে কৃষিকাজে অভ্যস্ত ছিল না, কিন্তু এখন কিছু কিছু জাযগায় ওরা কৃষিকাজ করছে। এছাড়া ওরা জঙ্গলের শুকনো কাট সংগ্রহ করে বিক্রি করে, কিছু শবর দিন-মজুর হিসেবে কাজ করে আর হস্তশিল্প, যেমন— খেজুর পাতা ও বাঁশের কাজ করে। খেড়িয়া - শবর কল্যাণ সমিতির পক্ষে থেকে আমরা একটা নতুন কাজ— গমের ঘড় (wheat straw) দিয়ে হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে কাঁচা মালের (Raw Meterial) যোগান থাকতে হবে আর হস্তশিল্পের বাজার থাকতে হবে। হস্তশিল্প বাজারজাত করার দায়িত্ব সংগঠনের। আমাদের নিয়ম হল— প্রতি মঙ্গলবার শবররা তাদের হস্তশিল্প এনে সমিতিকে দেয়। শবরদের প্রাপ্য সমিতি হাতে - হাতে দিয়ে দেয়। কিছুটা ওদের স্বামী স্ত্রী Joint Account এ জমা দেওয়া হয়। মঙ্গলবার হাট বসে বলে ওইদিন টাকা নিয়ে সবররা চাল বা কাপড় - চোপড় কেনে। সমিতির কাছ থেকে এই সমস্ত হস্তশিল্প কলকাতার মঞ্জুষা সহ অন্যান্য সংস্থা কেনে। দিল্লীর একটি সংস্থাও কেনে। এছাড়া সারা বছর ধরে দেশের বিভিন্ন স্থনে হস্তশিল্পের মেলা বসে, যেমন— ক্র্যাফ্ট বাজার, দিল্লিতে দিল্লিহাটে, সূরজগঞ্জে সূরজ মেলা, কাপাডে গ্রামশ্রী মেলা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হস্তশিল্প মেলা ইত্যাদি। কলকাতার হস্তশিল্প মেলায় এবার পঞ্চান্ন জন শবর শিল্পী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আগেই বলেছি শবরদের সমস্যার কথা মহাশ্বেতা দেবীকে লিখে পাঠানো হত, উনি সে-সব নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় লেখালেখি করতেন। একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করি। তখন অর্চিষ্মান ঘটক ছিলেন পুলিশের ডি. জি.। সেইসময় হঠাৎ ইংল্যান্ড লেটারে হিন্দিতে লেখা একটি চিঠি এল। তাতে লেখা ছিল যে বক্সার জেলে ছ'জন শবর আটক আছে। বিষয়টি মহাশ্বেতা দেবী অর্চিষ্মান ঘটককে জানালেন। এখানকার ডি. জি. আবার ব্যাপারটা বিহারের ডি. জি. মিঃ জৈনকে জানালেন। জানা গেল যে, ওদের (১০+১০) ২০ বছরের সাজা হয়েছে। ওরা নাকি বিহারে কোনো ক্রাইম

করেছিল। ওদের বাড়ির সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। পুলিশ ওদের তুলে নিয়ে যায়, তারপর থেকে ওরা নিরুদ্দেশ ছিল। দুটো কেস থাকতে পারে, আইনে কিন্তু একই সঙ্গে সাজা হবে। অন্যায়ভাবে যে ১০ বছর করে দুটো সাজা হয়েছিল, তা হতে পারে না। কিন্তু বিহারে এটা হয়েছিল। মহাশ্বেতা দেবী অর্চিষ্মান ঘটককে লেখার পর ওই ছ'জন শবর এক মাসের মধ্যেই ছাড়া পেয়েছিল।

পুরুলিয়াতে শবরদের উপর কোনো অত্যাচার হলেই মহাশ্বেতা দেবী সংবাদপত্রে কলম ধরতেন— বন্ধ কর তোমাদের এই অত্যাচার। বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী তখন পঞ্চায়েত মন্ত্রী। তাঁকে লিখে মহাশ্বেতা দেবী অনেক শবরকে পাট্টা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। শবরদের উন্নয়নের জন্য অর্থের প্রয়োজন। এইজন্য সমিতি নানা স্কিম তৈরি করত। মহাশ্বেতা দেবী দিল্লি সহ নানা জায়গায় সেই স্কিমগুলি পাঠিয়ে দিতেন। মহাশ্বেতা দেবীর অনেক শুভানুধ্যায়ী এই প্রকল্পে অর্থ সাহায্য করেছেন। কলকাতায় কোনো অনুষ্ঠানে মহাশ্বেতা দেবীকে আমন্ত্রণ জানালে দেখেছি তিনি বলতেন— খেড়িয়া - শবরদের নামে চেক লেখো। সেই চেক তিনি পুরুলিয়ায় পাঠিয়ে দিতেন। জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের সমস্ত টাকা তিনি খেড়িয়া-শবর সমিতিকে দান করেছেন। খেড়িয়া-শবর সমিতিকে অর্থ সাহায্য করে আসছেন। এখনও তিনি সমিতির কর্মীদের বেতনের জন্য প্রতি মাসে দশ হাজার করে টাকা পাঠান। এখন সমিতির হাতে কোনো প্রকল্প নেই। সেই কারণে অর্থের প্রয়োজন। সমিতির প্রকল্পগুলি লাভজনকভাবে চলে না। যে শিল্পসামগ্রীগুলি বিক্রি হয়, সেই বিক্রিলব্ধ টাকা শবরদের নগদে ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট মারফৎ দিয়ে দেওয়া হয়। বিকরি টাকার কোনো অংশ সমিতি নিজের কাছে রাখে না। ফলে সমিতি আজ পর্যন্ত স্বনির্ভরশীল হয়ে ওঠেনি। কারণ প্রথম থেকেই এটা ঠিক ছিল যে সমিতি একটি Non-Profit সংস্থা হবে। ফলে কোনোদিনই সমিতি আর্থিকভাবে স্বনির্ভরশীল হয়ে উঠবে না।

এবার সমিতিকে স্বনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। ভাবা হচ্ছে মহাশ্বেতা দেবী যখন থাকবেন না তখন সমিতি কীভাবে চলবে। ভাবা হচ্ছে কোনো কমার্সিয়াল প্রোডাকশন করার কথা। যেমন—সমিতির নিজস্ব পুকুরে মাছ চাষ করা বা শবরদের তৈরি করা হস্তশিল্প থেকে সামান্য অংশ লাভ হিসেবে নিয়ে সমিতিকে স্বনির্ভরশীল করে তোলা। এ থেকে সমিতির নিজস্ব খরচ, যেমন—বিদ্যুৎ খরচ বা কর্মীদের বেতন—এগুলো মেটানো যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া শবর কল্যাণ সমিতির দফতর রাজনোয়াগড় পুরুলিয়া শহর থেকে বত্রিশ কিলোমিটার দূরে মানবাজার যাওয়ার পথে পড়ে। এক সাক্ষাৎকারে মহাশ্বেতা দেবী বলেছিলেন—রাজনোয়াগড়ই আমাদের বাড়ি, আমার Last Bus Stop এখনও উনি ঐ একই কথা বলেন। এবছরও উনি শবর মেলা সংগঠনের কাজ করেছেন, চাল - ডাল সংগ্রহ করেছেন। এর অগেও তুষার তালুকদার (প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার), অরুণপ্রসাদ মুখার্জী (প্রাক্তন ডি জি) প্রভৃতিকে বলে শবর মেলার জন্য চাল ডাল ইত্যাদি জোগাড় করে দিয়েছেন। ওঁর মাধ্যমে বহু লোকের সঙ্গে খেড়িয়া-শবর সমিতির যোগাযোগ হয়েছে, সেইসব ব্যক্তি সমিতির শুভানুধ্যায়ী হয়েছেন। তাঁরা পুরুলিয়ায় এসেছেন। ফলে শবরদের উপকার হয়েছে। এত ভালো ভালো মানুষ এই সংগঠনে আসার ফলে শবরদের উপর পুলিশের সন্দেহ কিছুটা কমেছে। Criminal Tribe হিসেবে শবরদের উপর আগে যে অত্যাচার হত, এখন সেই অত্যাচার অনেক কমেছে। একটা ঘটনার কথা বলি— গত ১৪ জুলাই ২০১১ পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার সুনীলকুমার চৌধুরী ৭৮০ জন (২৬২টি পরিবার) শবরকে, প্রত্যেককে ৬ কেডি চাল, ৬ কেজি আলু আর ধুতি-শাড়ি - লুঙ্গি দিয়েছেন। ঐ অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। আগে পুলিশ শবরদের দেখলে চোক বলে হাজতে ঢুকিয়ে দিত। এখন চিত্রটা পাল্টে গেছে।

বলেছিলাম সরকার শবরদের (১২০০ জনকে ৮৩১ একর জমি) পাট্টা দিয়েছিল। কিন্তু সেইসব জমি শবরদের কোনো কাজে আসেনি। কারণ সরকার সব জমির Possession দেয়নি অথবা শবরদের দেখিয়ে দেয়নি। এছাড়া অধিকাংশ জমিই কৃষির অনুপযুক্ত ডুংরি জমি। এক টুকরো জমি এখানে তো আর এক টুকরো জমি আধ কিলোমিটার দূরে। জমিটা এক জায়গায় নয়। কমপক্ষে দশ বিঘা জমি না থাকলে সারাবছর চাষ করে সেই জমি থেকে অকজন চাষী লাভবান হতে পারবে না।

আগেই বলেছি শবররা অরণ্যের সন্তান। ওরা কৃষিকাজে অভ্যস্ত ছিল না। ব্যবসা করার মানসিকতাও শবরদের মধ্যে নেই। সমিতি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করার ফলে এখন শবরদের মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে। শবরদের প্রায় সব শিশুরাই এখন স্কুলে পড়তে যায়। তবে কাজ এখনও অনেক বাকি। শবরদের মধ্যে কোনো গ্র্যাজুয়েট নেই। একজন শবর ছেলে থার্ড ইয়ার পর্যন্ত পড়ে পড়া ছেড়ে দিয়েছে। এখন পর্যন্ত উচ্চমাধ্যমিক পাশ শবর ছেলে ২০ জন ও মেয়ে ৩ জন; আর মাধ্যমিক পাশ ছেলে ১৫ জন ও মেয়ে ৬ জন। শবরদের মধ্যে চাকুরিজীবী প্রায় কেউ-ই নেই বললেই চলে। একজন ICDS-এর অঙ্গণওয়ারিতে চাকরি পেয়েছে, একজন S.C. & S.T. ডিপার্টমেন্টে পিওনে কাজ করে। পশুপতি শবর বলে একজন Land Reforms ডিপার্টমেন্টে চাকরি করত, এখন মারা গেছে। দু'জন Forest ডিপার্টমেন্টে চাকরি করত, তারাও মারা গেছে। পাঁচজন শবর ছেলে চাকরির সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু তাদের শারীরিক মাপ - জোক কম হয় তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন জ্যোতি বসু। মহাশ্বেতা দেবী জ্যোতি বসুকে লিখেছিলেন যাতে মাপ-জোকের ব্যাপারটাকে Condon করে ওই পাঁচজনকে চাকরি দেওয়া যায়। এই Condon টা মুখ্যমন্ত্রী করতে পারেন। তারপর কয়েকটি অনুষ্ঠানে জ্যোতি বসুর সঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীর দেখা হয়েছে। তখনও মহাশ্বেতা দেবী জ্যোতি বসুকে সেই চিঠিটার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তারপর তো তিনি মুখ্যমন্ত্রী থেকে চলে গেলেন, যাওয়ার আগে জ্যোতি বসু আর কাজটা করলেন না।

বাসস্থানের বিষয়ে শবররা ইন্দিরা আবাসন যোজনার ঘর পেলেও এখনও প্রায় শতকরা ১৫ জন শবর ঝুপড়িতে বাস করে।

মহাশ্বেতা দেবী পুরুলিয়ায় আসায় অনেক কাজ হয়েছে। কমিউনিটি হল তৈরি হয়েছে স্কুলগুলো চালু হয়েছে, বিভিন্ন হেলথ্ স্কিম চালু হয়েছে, শবরদের মধ্যে সার্বিকভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ শবরদের শিশুরা স্কুলে যায়, শবর বাচ্চারা ইমিউনাইজেনস প্রোগ্রামে পোলিও খায়। সেটা সম্ভব হয়েছে সমিতির এতগুলি স্কুলের এতজন শিক্ষক আর সমিতির এতজন কর্মীর গ্রামে গ্রামে ঘুরে কাজ করার ফলে।

হস্তশিল্প মেলায় মহাশ্বেতা দেবী নিজের হাতে যেমন শবরদের হস্তশিল্প বিক্রি করেছেন, তেমনি খেড়িয়া-শবর সমিতির প্রতিটি কাজেই তাঁর ভূমিকা ও অবদান আছে। যেমন, হস্তশিল্প বিক্রির বাজার পাওয়া বা সমিতির জন্য বিভিন্ন প্রজেক্ট পাওয়ার ব্যবস্থা করা, শবরদের এলাকার মধ্যে দশটি কমিউনিটি হল তৈরি করা, কৃষির একটা পূর্ণ বৃত্ত তৈরি করা, ডুংরি জমিগুলিকে কৃষির উপযুক্ত করে তোলা ও সেখানে সেচের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। সম্প্রতি তিনি কৃষি আধিকারিকদের একটা Community - based Projiect তৈরি করার কথা লিখেছেন। ম্যাগসাইসাই অ্যাওয়ার্ড ফাউন্ডেশন মহাশ্বেতা দেবীকে দুটি কমিউনিটি হল তৈরি করার জন্য আলাদা করে দশ হাজার ডলার দিয়েছিলেন। ৮টি ব্লকে ইতিমদ্যে ২৬টি কমিউনিটি হল তৈরি হয়েছে।

বেশ কিছু অনুপযুক্ত জমিকে কৃষি উপযুক্ত করে তোলা হয়েছে। শবর চাষীদের কৃষিতে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য সমিতি থেকে তিন বছর সার, বীজ ও সেচের ব্যবস্থা করা হয়।

শবরদের আটটি ব্লকে ষাটটি স্কুল তৈরি করা হয়েছিল শবর শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এগুলি সবই ছিল Non-formal স্কুল। এইসব স্কুলে শবর শিশুদের ক্লাস ফোর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হত। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল শবরদের মধ্যে শিক্ষা-বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করা যাতে তারা তাদের ছেলে-মেয়েদের সরকারি স্কুলে পড়াতে পাঠায়। পরবর্তীতে যাতে তারা হাই স্কুলে যেতে পারে। পরে সরকার এখানে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেছে। যাতে Overlapping না হয় সেই কারণে এখন সমিতির স্কুলগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সমিতির Donation-এর টাকায় এখন চারটি স্কুল চালু আছে। ওই চারটি স্কুলে ২০০ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করে। এক সময় সমিতি শবর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবাসও তৈরি করেছিল। সেগুলিও এখন বন্ধ আছে। শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য ওই স্কুল ও ছাত্রাবাসগুলি তৈরি করা হয়েছিল। এখন শবররা সরকারি স্কুলে যাচ্ছে। ক্রমশ শবরদের মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহ বাড়ছে।

স্বাস্থ্য বিষয়ে সমিতির মোবাইল হেলথ্ স্কিম চালু আছে। বছরে আট-দশ বার ডাক্তার ও ওষুধ নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে মোবাইল হেলথ্ স্মিমে শবরদের চিকিৎসা করা হয়। এছাড়া সমিতির হোমিওপ্যাথ ডাক্তার আছেন। তিনি প্রায় কুড়ি বছর ধরে সমিতির রাজনোয়াগড় কার্যালয়ে প্রতি মঙ্গলবার বসেন এবং শবরদের চিকিৎসা করেন।

সমিতির আর একটা বড় কাজ হল শবরদের Legal Aid দেওয়া। শবরদের Criminal Tribe —চোর ডাকাত বলা হয়। পুরুলিয়া কোর্টে আমাদের পাঁচজন অ্যাডভোকেট আছেন, তাঁরা শবরদের লিগ্যাল এইড দেন। শবরদের কারো কোনো কেস থাকলে বা জামিন নেওয়ার থাকলে সেগুলি আমাদের উকিলবাবুরা দেখেন। তবে যারা ক্রিমিনাল, যারা অপরাধী, তাদের আমরা সমর্থন করি না— যাতে ক্রাইম বন্ধ হয়। কারণ তাদের সাপোর্ট করলে ওরা আবার ক্রাইম করবে। কিন্তু শবরদের উপর পুলিশ অন্যায়ভাবে অত্যাচার করলে সমিতি তাদের লিগ্যাল এইড দিয়ে সাহায্য করে। শবরদের মধ্যে আগে যে হারে অপরাধপ্রবণতা ছিল, তা এখন অনেক কমে গেছে। এ বিষয়ে সমিতি বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে শবরদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে চলেছে। ইতিমধ্যেই ওদের সচেতনতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হল পুরো শবর সমাজকে শিক্ষার আলোয় আনা। সকলের জন্য বাড়ি আর পাট্টা প্রাপ্ত জমিকে সেচ ব্যবস্থা সহ কৃষিকাজের উপযুক্ত করে তোলা। শবর সমাজে সমিতির ভূমিকা দাতা-গ্রহীতার সম্পর্কের মত নয়। সমিতির লক্ষ্য— শবরদের সচেতন করে দাও, ওদের কি অধিকার আছে সেটা জানিয়ে দাও— তালেই ওরা নিজেদের অধিকার আদায় করে নেবে। বাইরে থেকে ওদের জন্য কিছু করে দিলে ওরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।

মহাশ্বেতা দেবীকে শবর সমাজ মা বলে। ওঁকে এক অর্থে শবর - মাতাও বলা চলে। ব্যক্তিগতভাবে আমি ওঁর কাছে অনেক কিছু পেয়েছি, অনেক কিছু শিখেছি। আমি ওঁকে যদিও দিদি বলি কিন্তু উনি আমার মা বাবা—সবই। শবর সমাজ যেমন পেয়েছে, আমিও তেমনি ওঁর বিপুল আশীর্বাদ পেয়েছি। কীভাবে সৎ অথচ স্বচ্ছলভাবে জীবনযাপন করতে হয় সেটাও আমি ওঁর কাছেই শিখেছি। তাই এখনও মাথা উঁচু করে বেঁচে আছি।

আমাদের স্বপ্নগুলি সফল হল কিনা সেটা মহাশ্বেতা দেবী দেখে যেতে পারবেন কি না জানি না। ফাউন্ডার গোপীবল্লভ সিং-দেও, সেক্রেটারী জলধর শবর বা আমি দেখে যেতে পারব কিনা তাও জানি না। এই স্বপ্নগুলিই হল শবরদের ন্যূনতম প্রয়োজন যে—

১। শবর ছেলে মেয়েরা শিক্ষকতা করছে।
২। শবররা চাকরিতে নিযুক্ত হচ্ছে।
৩। পুলিশ আর বিনা দোষে শবরদের অত্যাচার করছে না। এবং
৪। শবররা নিজেরা নিজেদের কথা লিখছে।